(Morphology of Town)

"Morphology of a town is concerned with the ground build and skyline of the houses. The plan may be internal which concerns with the arrangement of streets and built space or external which concerns with shape and the bird's eye view of the street patterns developed in a settlement" (Mandal, 2000). Smailes আরো স্পষ্টভাবে শহরের কায়িক গঠনকে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর মতে "When, within any urban area, we recognise industrial belts, shopping areas, residential quarters and suchlike, we are expressing the internal structure of the town in terms of different uses of urban land. It can also be described in terms of the physical forms and arrangement of the spaces and buildings that compose the urban landscape....." খুব সোজা কথায় শহরের কায়িক গঠন বলতে বোঝায় তার গঠন বিন্যাস। আর এই গঠন বিন্যাস প্রকাশ প্রায় তার অসংখ্য রাস্তা, বাড়ীঘরদোরের সমারোহে। এই গঠন দু' ভাবে প্রকাশ পায়, এক হল—শহরের মধ্যে গড়ে ওঠা শিল্প তালুক, বাণিজ্য এলাকা, আবাসস্থল ইত্যাদি যাদের আমরা বলি অর্ন্তস্থ গঠন। দুই হল বাহ্যিক গঠন যার প্রকাশ ঘটে শহরের বাড়ী, রাস্তাঘাটের বিন্যাসের মাধ্যমে। এর ফলে দুটি শহরের আকৃতি ও বাহ্যিক চেহারার মধ্যে এক তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কি কি কারণে শহরের আকৃতি ও গঠনে এরূপ পার্থক্য ঘটে থাকে ? নিম্নে আমরা সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

আকৃতি ঃ শহর ও নগরের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদের জমি ব্যবহার সংক্রান্ত মানচিত্র দেখতে হবে যা দেখে অনুমান করা যাবে যে কোন শহর বা নগরের এক এক জায়গায় এক এক ধরণের কর্মযজ্ঞ চলেছে। এলাকা ভিত্তিক এই জমি ব্যবহারের হেরফেরের পেছনে সেই শহরের অবস্থান, যোগাযোগ ও ইতিহাস কাজ করে। সাধারণতঃ শক্ত ও সমতল জমিতে যদি কোন শহর গড়ে ওঠে, তবে তার আকৃতি প্রায় গোলাকার হবে। এ ক্ষেত্রে একটা কেন্দ্রবিন্দু থেকে চাকার (wheel) মত শহর এলাকা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এইভাবে শহরের বিকাশ ঘটে। বন্দর শহরের (Port Town) আকৃতি আধখানা গোলাকার বলের মত হবে। সম্ভবত সামনে জলভাগ থাকার দরুণ উপকূল থেকে দেশের ভেতরের দিকে শহরের বাণিজ্য, শিল্প, বসত বা আমোদপ্রমোদ এলাকা প্রসার লাভ করে। সেক্ষেত্রে শহরের আকৃতি অনেকটা ক্রিকেট বোলারের টুপির মত দেখতে হয়। এমনকি, একই ভূমিভাগের ওপর গড়ে ওঠা শহরগুলোর আকৃতির একটার সঙ্গে আরেকটার মিল থাকে না। বাড়িঘর, রাস্তা ও রেলপথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনেক শহর তারকাকৃতি (Star shaped) দেখতে হয়, বিশেষ করে কোন খাড়া ঢাল থেকে নেমে আসা রাস্তাগুলো উপত্যকার একজায়গায় এসে মেলে। যেখানে কেবল একটা উপত্যকা একদিক থেকে

Scanned by CamScanner

আরেকদিকে যাতায়াতের পথ হিসেবে কাজ করে, সেখানকার শহরের আকৃতি লাইনবন্দী (Linear) হয়, যেমন 34 নং জাতীয় সড়ক বরাবর গড়ে ওঠা নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী শহর বা উত্তর দিনাজপুরের মহকুমা শহর ইসলামপুর।

খাড়া ঢাল সব সময় বসতিকে প্রতিরোধ করে না। সারি সারি বাড়ি পর্বতের পাদদেশে গড়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু পর্বতের পাদদেশের ভূমিভাগ অসমান থাকে, তাই সেখানে গড়ে ওঠা শহর আমাদের চোখে কেমন একটা বেমানান ঠেকে। আবার কোথাও জলাজায়গা থাকলে, তা প্রাথমিক অবস্থায় বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল হবে না, যেমন কোলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা সল্ট লেক উপনগরী। গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে জলাজায়গা ভরাট করে তবেই এই উপনগরী গড়ে উঠেছে।

বড় নদীর ধারে গড়ে ওঠা শহরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই শহরের এক পাড়ের এলাকা অন্য পাড়ের চেয়ে বেশী বেড়ে উঠেছে। এর অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল নদীর দু'পাড়ে দুই বিপরীত ধর্মী ঢাল। একপাড়ে মৃদুঢাল, অন্যপাড়ে তুলনামূলকভাবে শক্ত ও শুকনো মাটি, আর তার ওপরে গড়ে ওঠা শহরের প্রধান পথ ও রেলপথ। তাই কায়রো (Cairo), ভিয়েনা (Viena), হামবুর্গ (Hamburg) ও ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) নদীর ডান তীরে, আর মস্কো ও কোলকাতা নদীর বাঁ-তীরে গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে অধিকাংশ শহর ও নগরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেগুলো শহরের সীমা ছাড়িয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শহরের সীমা ও গ্রামের সীমার মধ্যে তফাৎ খুঁজে বার করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রাম এবং শহরের এই মিলনসীমার বিভিন্ন নাম আছে ঃ গ্রাম-শহর উপকণ্ঠ (rurban), শহর উপকণ্ঠ (urban field), দৈনিকযাত্রী অঞ্চল (Commuter Zone), পৌরক্ষেত্র (urban field) ইত্যাদি। মধ্যযুগের শহর, বিশেষ করে যেগুলো প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিরক্ষা স্থানে গড়ে ওঠা অধিকাংশ শহর স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেশী দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান পছন্দ করত। উদাহরণ হিসেবে এথেন্স ও ভূমধ্যসাগরের তীরের অনেক দুর্গ-নগরীর (Fort-City) কথা বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক জগতে যতদিন না পর্যন্ত সুস্থিরতা এসেছিল, ততদিন পর্যন্ত এদের গণ্ডী দুর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডারহামের (Durham) মত নদীর বাঁকে গড়ে ওঠা শহর বহুদিন ধরে সেই স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জমি অধিগ্রহণের বাধা কিছু সময়ের জন্যে কোন বিশেষ দিকে শহরের প্রসরণকে বাধা দিতে পারে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই সব বাধা উঠে যায় ও শহর এলাকা বাড়ে। এমনও দেখা যায় যে এই সব অধিকৃত এলাকায় শহরকে সাজাতে উদ্যান গড়ে উঠেছে।

শহরের মধ্যে জমি ব্যবহারের পার্থক্য (Variation of land use within town) ঃ

যদিও শহর এক ভৌগোলিক স্বত্বা (Geograpical entity), তবুও কায়িক গঠনের (morphological structure) দিক দিয়ে বিভিন্ন শহরের মধ্যে তফাৎ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। শহরের প্রাসাদ, অট্টালিকাগুলো একে অপরের থেকে আকার, আয়তন, উচ্চতা

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্র বিশেষে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যায়। তার জায়গায় হয়ত অন্য লোকেরা সেই শহরে বসবাস করতে আসে। তেমনিভাবে এককালের উচ্চবিত্তের এলাকা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অফিস, নার্সিং হোম, ছাত্রাবাস ও কারখানায় পরিণত হয়, বা সেখানে সারিসারি ফ্ল্যাটবাড়ি, খেলার মাঠ গড়ে ওঠে। এককালে কোলকাতার বালিগঞ্জ বা ভবানীপুর 'সম্ভ্রান্ত' এলাকা ছিল। ইদানিংকালে সল্ট লেক উপনগরী তার স্থান নিয়েছে। বালিগঞ্জ বা ভবানীপুরের কিছু বাসিন্দাও সল্ট লেকে গিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছে। তাই বলা চলে শহরের গঠন (Structure) ও কর্মধারার পরিবর্তন এবং জনতার গতিশীলতা (mobility) এক সুতোয় গাঁথা (সেন, 1998)।

শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে মতবাদ (Theories of Urban Morphological Structure) ঃ এতক্ষণ আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরণের ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করলাম ঃ কম আয়ের ব্যক্তিদের আবাসস্থল, শহরের উপকণ্ঠে বিত্তশালীদের বাসস্থান, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যদিও ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে প্রতিটি শহরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, তবুও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা ধরণের ভূমি ব্যবহার আমাদের নজরে পড়ে। আর এরই ভিত্তিতে শহরের কায়িক গঠন সম্বন্ধে কয়েকটা মতবাদ গড়ে উঠেছে। সেগুলো হল—

এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concentric theory) ঃ সমাজতত্ত্ববিদ্ বারজেস্ (E. W. Burgess) শহরে জমি ব্যবহার সম্বন্ধে **এককেন্দ্রিক** বা **বলয় মতবাদ** প্রস্তাব করেন (চিত্র নং II.3.1)। তাঁর এই মতাবাদের কেন্দ্রে ছিল চিকাগো শহরের সামাজিক এলাকার বিন্যাস। পরবর্তীকালে অনেক শহরের ভূমি ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর এই মতবাদ প্রয়োগ করা হয়েছে। বারজেস্ দেখেছিলেন যে চিকাগো শহর তার কেন্দ্রস্থল থেকে ক্রমশঃ বাইরের দিকে বিস্তার লাভ করছে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে এককেন্দ্রিক বলয় তৈরী হয়েছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা **(বলয় 1)**, যা চিকাগোতে Loop নামে পরিচিত। এটা বাণিজ্যিক, সামাজিকও নাগরিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। একে ঘিরে আছে এক পরিবর্তনশীল এলাকা **(বলয় 2)** যেখানে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠান, পুরনো বাড়ি, কম আয়ের লোকদের বস্তি। এছাড়া, এখানকার অধিবাসীদের একটা বড় অংশ হল বহিরাগত। এখানে সচরাচর ছোট ছোট বাণিজ্যিক বাড়ি ও হাল্কা ধরণের শিল্প দেখা যায়, যা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (CBD) থেকে আংশিকভাবে এখানে সরে এসেছে। এই এলাকাকে ঘিরে আছে কলকারখানা ও তার কর্মচারীদের আবাসস্থল **(বলয় 3)**। এরা কর্মস্থলের কাছেই বাস করে, কারণ অনেক দূর থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করার মত আর্থিক ক্ষমতা তাদের থাকে না। নগরকেন্দ্র থেকে আরও দূরে হল চার নং বলয়। এখানে একক পরিবার বিশিষ্ট মাঝারি আয়ের ব্যক্তিরা বাস করে। এখানে ভালো ভালো বাড়ি আছে। অবশেষে শহরের সীমানায় **5 নং বলয়**, যা দৈনিক যাত্রী বলয় (Commuter zone) নামে পরিচিত। চার ও পাঁচ নং বলয়ের মাঝে রয়েছে 'সবুজ বলয়' (Green Belt) যা এই দুই বলয়কে আলাদা করেছে। এখানে এখনো গ্রাম্য পরিবেশের সন্ধান মিলবে। অবশ্য শহরের

Scanned by CamScanner

প্রভাবে গ্রামাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকর্ম পরিবর্তিত হয়ে নিকট এই এলাকাটি ভবিষ্যতে শহরতলীতে পরিণত হবে। এখান থেকে বাসিন্দারা প্রতিদিন শহরে যাতায়াত করে। এখান থেকে শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছোতে 30 থেকে 60 মিনিট সময় লাগে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার চেয়ে এখানে জমির দাম কম, যদিও তা ধীর গতিতে বেড়ে চলেছে। এখানে বড় বড় কারখানা তৈরীর জন্য সচরাচর জমি পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেল যে a) কম আয়ের ব্যক্তিরা কর্মস্থলের কাছাকাছি, b) মধ্যবিত্তরা তা থেকে আরো কিছুটা দূরে অথচ কর্মস্থল থেকে কম সময়ের মধ্যে ভ্রমণযোগ্য স্থানে এবং c) ধনী ব্যক্তিরা শহরের প্রান্তভাগে বসবাস করছে। বারজেস্ এই ব্যাপারটিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও i) ধর্ম ও ভাষা ও ii) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীবরা শহরের কোলাহলপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত নোংরা অঞ্চলে অনেক সময় বাস করতে বাধ্য হয়। আর এই ধরণের পরিবেশ শহরের কেন্দ্রস্থলের আশপাশে থাকায় ঐ সব ব্যক্তি এই অঞ্চলেই জড়ো হয়। অনেক ক্ষেত্রে অব্যবহার্য পুরনো বাড়ীর অনেক ছোট ছোট ঘরে একসঙ্গে অনেক পরিবার অল্প ভাড়ায় দিন কাটায়। এই বিচারে দেখা যায় শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের দিকে দারিদ্র্যের হার, বিদেশীর সংখ্যা, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। শহরের বর্হিদেশে সুস্থ জীবনযাপনের পরিবেশ অনেক বেশী থাকায় এখানে সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিরা বসবাস করেন। এর আর একটি মানে হল কেন্দ্রস্থলের চেয়ে বর্হিদেশীয় পৌর এলাকার মধ্যে সুস্থ জীবনযাপনের অবকাশ অনেক বেশী থাকার জন্য জীবনধারণের মান ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে, আর তার ফলে ঐ সব অঞ্চলে নগর-সভ্যতার অভিশাপজনিত বস্তিজীবন এবং তার আনুষঙ্গিক সামাজিক ক্লেদ সৃষ্টি হবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

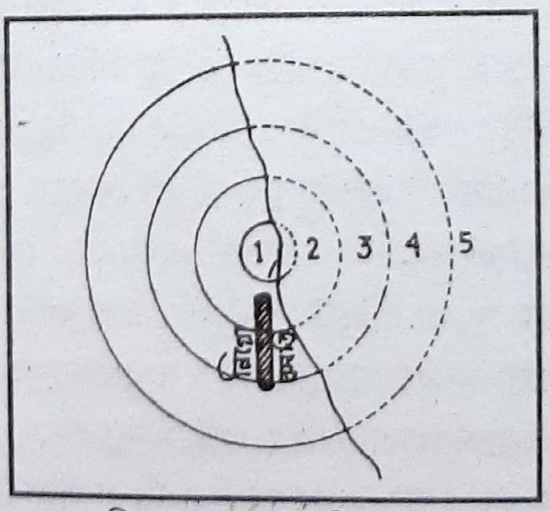

চিত্র II.3.1 এককেন্দ্রিক বলয়

বলা বাহুল্য, বারজেসের এককেন্দ্রিক মণ্ডলের মতবাদ এই পর্যন্ত যেমন অনেকের সমর্থন লাভ করেছে, তেমনি প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। সমালোচকদের মতে বারজেস তাঁর মতবাদের মধ্যে পৌর এলাকার কায়িক গঠন ও স্থানগত প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্প এবং রেলপথ কর্তৃক জমি-ব্যবহারকে যথাযথ গুরুত্ব দেন নি। এছাড়া, বন্দর অঞ্চলের সাথে

Scanned by CamScanner

যুক্ত সামাজিক অব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণিত সড়ক ধরে প্রসারিত হয়।

সবশেষে বলা চলে বারজেসের এককেন্দ্রিক মতবাদ শুধুমাত্র অ্যাংলো আমেরিকা ও ইউরোপের "পশ্চিমী" ধাঁচের নগরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য মহাদেশে নগরের কেন্দ্রবিন্দুতে বড়লোকদের বাসস্থান থেকে একটু দূরে গড়ে ওঠে 'বস্তি' এলাকা (চিত্র)। কোলকাতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার কেন্দ্রবিন্দু চৌরঙ্গী এলাকায় বাড়ির সংখ্যা কম, তবে এখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বসবাস রয়েছে (চিত্র II.3.2)। কিন্তু অন্যত্র বড় বড় অট্টালিকার কাছাকাছি বস্তি এলাকা গড়ে উঠেছে। শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে বারজেস্ খুব একটা বেশী মন্তব্য করেন নি। একথা ঠিক যে শিল্পের অবস্থান খুব কম ক্ষেত্রেই একটানা এককেন্দ্রিক বলয় তৈরী করে, তবে প্রধান প্রধান রাস্তার সংযোগস্থল ও অসম ভূ-প্রকৃতির দরুন স্বভাবতঃই এই বলয়ের বাহ্যিক আকৃতির হেরফের হয় (Burgess, 1955)।

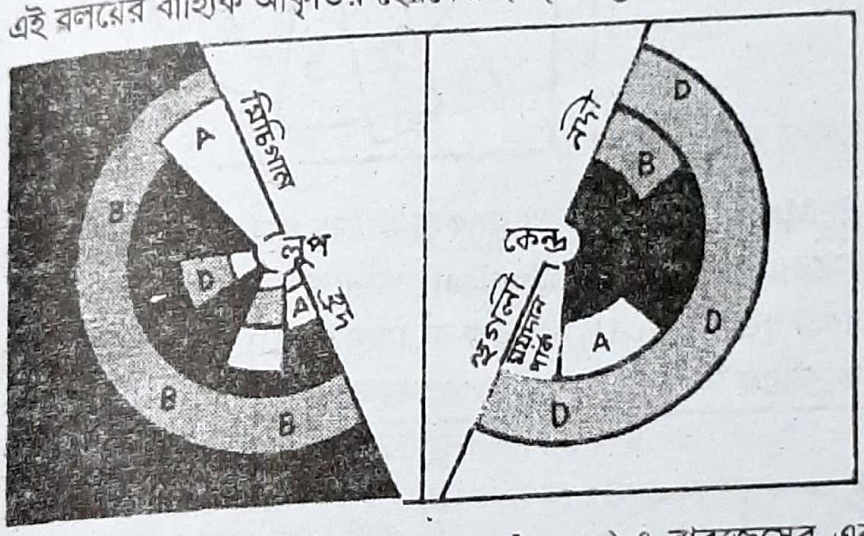

চিত্র II.3.2
চিকাগো ও
কোলকাতার
সামাজিক এলাকা

বৃত্তকলা মতবাদ (Sector theory) ঃ বারজেস্‌ের এককেন্দ্রিক বলয় ও বাস্তবক্ষেত্রে শহরে জমি ব্যবহারের মধ্যে একটা অমিল লক্ষ্য করা যায়। তাই নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদরা নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন, আর এরই ফলশ্রুতি হল হোমার হাইটের (Homer Hoyt) বৃত্তকলা মতবাদ (চিত্র II.3.3)। হোমার একটা নগরকে বৃত্ত হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং বলেছেন কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বৃত্ত দ্বারা এই নগর বৃত্তকলায় বিভক্ত হয়। এই মতানুসারে নগরে জমি ব্যবহারের ধাঁচ শহর থেকে বাইরের দিকে সড়ক পথের অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রাস্তাঘাটের বিন্যাস জমি ও বাড়ি ভাড়ার এক বৃত্তকলা সৃষ্টি করে, যা কালক্রমে নগরের জমি ব্যবহারের ধাঁচের ওপর ছাপ ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের বসতি বিন্যাস থেকে হোমার লক্ষ্য করেছেন যে যদি কোন বৃত্তকলায় প্রথমে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি অঞ্চল গড়ে ওঠে, তবে পরবর্তীকালের তৈরী বসতবাড়ি ঐ বৃত্তকলা ধরে নগরের বাইরে দিকে বিস্তার লাভ করবে। প্রমাণ হিসেবে হোমার 1900, 1915 ও 1936 সালের 6-টি নগরের উচ্চভাড়া-বিশিষ্ট অঞ্চলের অবস্থান দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে নিম্নভাড়া বিশিষ্ট বাসস্থান ভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে ভূমি ব্যবহারের এই পার্থক্য নগর কেন্দ্রের দিকে একবার গড়ে উঠলে তা নগর প্রসারের সাথে সাথে চিরস্থায়ী হবে। নগরের এই কীলকসদৃশ (Wedge-

Scanned by CamScanner

like) বিস্তারের মতবাদ আগেকার এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের চেয়ে ভালো, কারণ এতে নগর বিস্তারের দিক ও দূরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নগর বিস্তারে যোগাযোগের গুরুত্বকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উচ্চভাড়া-বিশিষ্ট বসতি অঞ্চল প্রধান প্রধান সড়কপথ ধরে প্রসার লাভ করে।

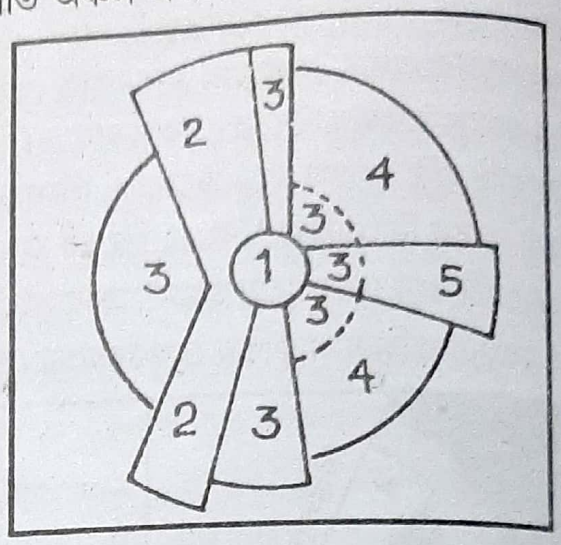

চিত্র II.3.3 হোমার হাইটের বৃত্তকলা

পি. মান (P. Mann) এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা উপাদানগুলোকে এক করার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ নগরের অনুমিত (hypothetical) গঠনকে ব্যাখ্যা করতে তিনি তাঁর মডেলে (Model) চারটে বৃত্তকলা (A-D) অন্তর্ভুক্ত করেছেন (চিত্র II.3.5)। তাঁর মতে এই বিভিন্ন বৃত্তকলায় এককেন্দ্রিক বিকাশ বলয় (1-4) সহাবস্থান করতে পারে।

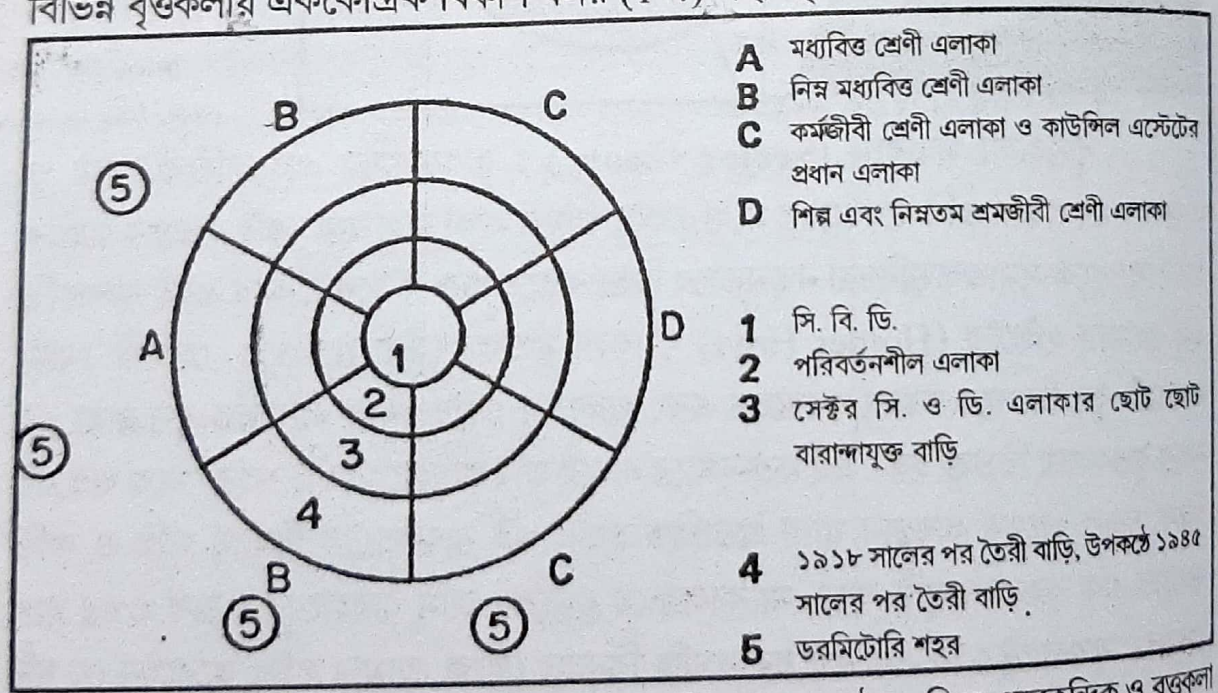

চিত্র II.3.4 (P. Mann- এর মতে) একটি অনুমিত বৃটিশ শহরের গঠন। চিত্রে এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা মতবাদ যুগ্মভাবে দেখানো হয়েছে।

বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multiple Nuclei Theory) ঃ এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা মতবাদ খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শহরে জমি ব্যবহারের চরিত্রটি আরও জটিল। এই অসুবিধে দূর করতে 1945 সালে সি. ডি. হ্যারিস (C. D.Harris) ও ই. এল. উলম্যান (E. L. Ullman) বিভিন্ন ধরণের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন একটি মতবাদ প্রস্তাব করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী অধিকাংশ বড় নগরে ভূমি ব্যবহারের

Scanned by CamScanner

ধাঁচ একটি কেন্দ্রের বদলে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে (চিত্র II.3.5)। তাই একই নগরের মধ্যে শিল্প, খনি,বন্দর, রেলকেন্দ্র বা পৌর বসতি ইত্যাদি কেন্দ্রগুলো থাকতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার ভূমি ব্যবহার নির্ভর করবে ঐ নির্দিষ্ট শহরটির অবস্থান ও ইতিহাসের ওপর (Bergel, 1955)

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নগরের কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম যেমন ভারী ও ক্ষতিকারক শিল্পগুলো জলাশয় ও রেলপথের ধারে এবং ভাল বসত এলাকা থেকে একটু

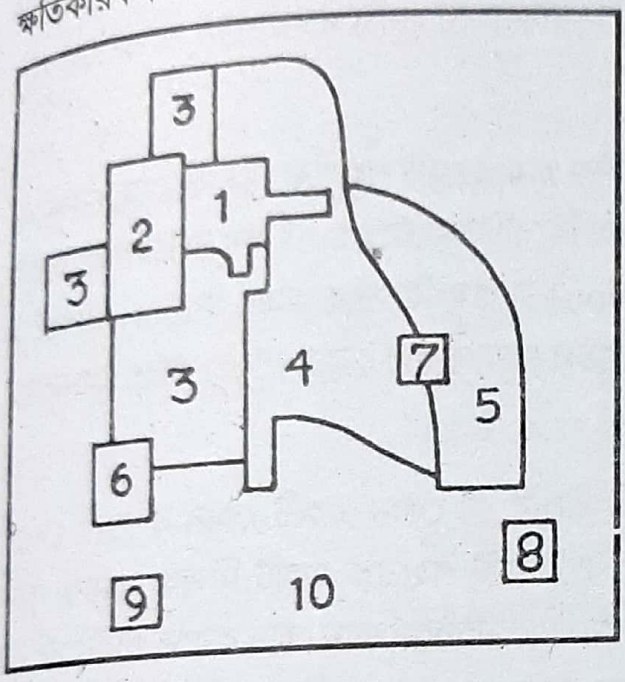

চিত্র II.3.5 হ্যারিস ও উলম্যানের বহুকেন্দ্রিক মতবাদের চিত্র

দূরে গড়ে উঠতে পারে। আবার পোষাকের মত হাল্কা শিল্প শহরের কেন্দ্রে গড়ে ওঠার দরুন ঐ শিল্প লাভবান হতে পারে। যে সব অঞ্চল থেকে বেশী ভাড়া পাওয়া যেতে পারে, তা সাধারণতঃ অভিজাত এলাকার জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকে। হ্যারিস ও উলম্যান-এর মতে ঐসব ক্রিয়াকর্ম কেন্দ্রে গড়ে উঠলে তা পাকাপোক্ত হবে এবং প্রসারের মধ্যে দিয়ে এক পৃথকভূমি ব্যবহার অঞ্চল গঠন করবে। এই সমস্ত বিভিন্ন স্বতন্ত্র কেন্দ্রের অধিবাসী, ক্রিয়াকলাপ, বাড়িঘর প্রভৃতির দিক থেকে আলাদা অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার মূলে চারটি উপাদান কাজ করে ঃ— (1) কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকে, কেননা তাদের প্রত্যেকের বিশেষ ধরণের ব্যক্তিগত চাহিদা থাকে। যেমন খুচরা ব্যবসা অঞ্চল বাজারের নৈকট্য লাভের জন্য রাস্তার কাছাকাছি এলাকা খোঁজে। বন্দর এলাকা জলপথের সান্নিধ্য লাভ করে এবং শিল্পাঞ্চল আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম সুযোগলাভে সচেষ্ট হয়। (2) কতকগুলো স্বগোত্রীয় বা সমধর্মী ক্রিয়াকলাপ একই অঞ্চলে সমাবিষ্ট হয়, কারণ পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকলে তা বেশী ফলপ্রদ হয়। উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থানের নাম করা যেতে পারে। (3) কতকগুলো অন্য ধরণের ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের ক্ষতিকারক, যেমন উচ্চশ্রেণীর বসতি অঞ্চল এবং শিল্পের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা যায়। এই কারণে প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে সব সময় এড়িয়ে চলে। এছাড়া, খুচরো ব্যবসা স্বভাবতই যানবাহনের ভিড় সৃষ্টি করে বলে পাইকারী ব্যবসা সাধারণত ঐ অঞ্চল এড়িয়ে অন্যত্র গড়ে ওঠে। (4) কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ জমির উচ্চমূল্য বা বেশী ভাড়া দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে কাম্য

Scanned by CamScanner

এলাকার বাইরে চলে যায় এবং কেন্দ্রস্থল ও প্রধান সড়ক থেকে দূরে অবস্থান লাভ করে। এই ধরণের কেন্দ্রের সংখ্যা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নগর আয়তনে যত বড় হবে কেন্দ্রের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়বে। যে সব অঞ্চল নগর গঠনে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং নগর এলাকার বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত থাকে তাদের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থান, (খ) পাইকারী ব্যবসা এবং হাল্কা শিল্পাঞ্চল, (গ) ভারী শিল্পাঞ্চল, (ঘ) উচ্চশ্রেণীর বসতি অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কেন্দ্র হিসেবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পার্ক, বহিঃস্থ ব্যবসা অঞ্চল, ক্ষুদ্র শিল্পাঞ্চল এবং এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নগর গঠন ও প্রসারে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

যে সব নগর প্রসরণের মাধ্যমে অনেক গ্রাম ও ছোট শহরকে গ্রাস করেছে, সেখানেই হ্যারিস ও উলম্যান-এর মডেল উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। এই সব নগরের প্রত্যেকটি পৌরপিণ্ডকরণের (Urban agglomeration) মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক ঔপনিবেশিক নগরে এই মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ এগুলোতে ইউরোপীয় ও দেশীয় এলাকা আছে।

সমালোচনা ঃ উপরি উক্ত তিনটি ধাঁচের যে কোন একটি কোন নগরের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি শহরের একটি নিজস্ব কায়িক গঠন আছে। তা সত্ত্বেও এই সব মতবাদ কোন বিশেষ শহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। কারণ শহরগুলোর গঠনে এসব মতবাদের প্রতিফলন দেখি। শহরগুলো বাইরের দিকে বিস্তারের ফলে বেড়ে ওঠে। আর এটা ঘটে থাকে রেলপথ ও রাস্তা ধরে। শিল্প, বাণিজ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম প্রত্যেকটিই তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে আলাদা আলাদা একক ভূমি ব্যবহার সৃষ্টি করে।

ইদানীংকালে অনেক লেখচিত্রের (graph) মাধ্যমে শহরের সামাজিক ও বস্তুগত বিন্যাস সম্পর্কে আরও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য মডেল ফলপ্রসূ হয় নি, তবে এটা দেখা গেছে যে কোন শহরের কেন্দ্র থেকে সময়-দূরত্ব এবং জমির দাম, রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা, জনসংখ্যা ও বাড়ির ঘনত্ব, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির অনুপাত, বাড়ির উচ্চতার পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকাংশ মাত্রিক (quantitative) গবেষণা বারজেল্, হইট, হ্যারিস ও উলম্যানের মতবাদগুলো সমর্থন করেছে।

এককেন্দ্রিক তত্ত্ব, বৃত্তকলা মতবাদ ও বহুকেন্দ্রিক মতবাদের তুলনা ঃ—

Scanned by CamScanner

c) এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concertric Theory)	2) বৃত্তকলা মতবাদ (Sictor Theory)	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ বা Multiple NuclinTheory
i) এককেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন E. W. Burgess। তিনি 1923 সালে এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।	i) শহরের কার্যকরী ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে হোমার হাইয়ট 1939 সালে উল্লিখিত তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন।	i) এই তত্ত্বটি C. D. Harris and E. L. Ullman 1945 সালে প্রবর্তন করেন।
ii) এককেন্দ্রিক তত্ত্বটি নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রের চারপাশে গড়ে ওঠে।	ii) বৃত্তকলা মতবাদের দিক দিয়ে কোন শহরগুলো এক একটি অক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অক্ষগুলো নদী ভিত্তিক, সড়কপথ ভিত্তিক, রেলপথ ভিত্তিক হতে পারে।	ii) বহুকেন্দ্রীক মতবাদে শহরটি কোন জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে না। এক্ষেত্রে শহরটি নানা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন শিল্প, খনি, বন্দর, রেলপথ ইত্যাদি।
iii) বার্জেসের মতে বড় শহরগুলো একটা কেন্দ্রের চারপাশে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে একটি কেন্দ্রের একাধিক বৃত্ত দেখা যায়।	iii) এক্ষেত্রে যেহেতু শহরগুলো এক একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষ ভিত্তিক শহরগুলো বৃদ্ধি পায়।	iii) বহুকেন্দ্রিক তত্ত্বে যেহেতু শহরগুলো কোন জ্যামিতিক ভাবে গড়ে ওঠে না বলে এরা যে কোনভাবে বৃদ্ধি পায়।
iv) এককেন্দ্রিক তত্ত্বে আমরা জানি যে একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত গঠিত হয়ে থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নদীর তীরবর্তী শহরগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক অর্ধবৃত্ত গড়ে ওঠে। যেমন চিকাগো শহর বা কোলকাতা শহর।	iv) এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল প্রতিটি শহরের অক্ষগুলো এক একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকে এবং ক্ষেত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।	iv) বহুকেন্দ্রিক মতবাদে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে না বা অন্য কোন ক্ষেত্র বা অর্ধবৃত্ত কেন্দ্রও গড়ে ওঠে না।

Scanned by CamScanner

এককেন্দ্রিক ও বহুকেন্দ্রিক মতবাদের তুলনা ঃ—

এককেন্দ্রিক মতবাদ	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ
1. E. W. Bergess 1923 সালে এই মতবাদ প্রবর্তন করেন।	1. C. D. Harris এবং E. L. Ullman 1945 সালে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন।
2. এই তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক সূত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত।	2. এই মতবাদের কোন জ্যামিতিক ভিত্তি নেই।
3. এই তত্ত্বটিতে নগরগুলো নির্দিষ্ট একটি বৃত্তকে ভিত্তি করে তার চারপাশে বৃত্তাকারে গড়ে ওঠে।	3.এক্ষেত্রে নগরটিকে নানা ধরণের কেন্দ্রেকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন শিল্প, খনি, বন্দর, রেলপথ ইত্যাদি।
4. বার্জেসের মতে শহরটি একটি কেন্দ্রের চারপাশে ক্রমন্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে একটি কেন্দ্রের চর্তুদিকে একাধিক বৃত্ত গড়ে ওঠে।	4. বহুকেন্দ্রিক তত্ত্বে যেহেতু শহরগুলো কোন জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে না, তাই যে কোনভাবে যে কোন দিকে বৃদ্ধি পায়।
5. এককেন্দ্রিক তত্ত্বে সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত গঠিত হলেও অনেক সময় নদীতীরবর্তী শহরগুলোতে একাধিক অধিবৃত্তের সমাবেশও দেখা যায়। চিকাগো শহর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।	5. এই তত্ত্বে এরূপ কোন অধিবৃত্তের উল্লেখ নেই।
6. এক্ষেত্রে নগরটি যেহেতু একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র নির্ভর, তাই এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা, বসতির ধরণ মোটামুটি এক।	6. এই তত্ত্বে যেহেতু অনেকগুলো কেন্দ্র থাকে তাই এক্ষেত্রে অধিবাসীদের ক্রিয়াকলাপ সমধর্মিতা বর্জিত।
7. এই তত্ত্বে নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কেন্দ্রই ঐ এলাকাটির উন্নতিতে সাহায্য করে।	7. কিন্তু এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কেন্দ্রগুলো একত্রিত হয়ে গোটা পৌর এলাকার সামগ্রিক বিকাশ ঘটায়।
8. এখানে শহরের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কেন্দ্রটি আকারে বাড়তে থাকে।	8. এক্ষেত্রে শহরে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কেন্দ্রের আকার বাড়ে না বরং কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
9. এই তত্ত্বে বলা হয়েছে শহরের কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কার্যালয়, ব্যাঙ্ক, ক্লাব, হোটেল প্রভৃতি গড়ে উঠবে।	9. অন্যদিকে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এলাকাটিতে পশমের মত হাল্কা শিল্প গড়ে উঠবে।
10. এক্ষেত্রে C. B. D. সংক্রামণগত ও সামাজিক অবনতি মণ্ডল, শ্রমিক বসতি ও শিল্প মণ্ডল, উচ্চশ্রেণীর আবাসমণ্ডল, শহরতলী এবং সবুজ বলয় এই ধারাবাহিকতায় ভূমির ব্যবহার হয়।	10. এক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাস-স্থল, শিল্প, কারখানা, পাইকারী ও খুচরো ব্যবসাঞ্চল গড়ে উঠতে দেখা যায়।

Scanned by CamScanner

এককেন্দ্রিক মতবাদ	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ
11. বার্জেস তাঁর তত্ত্বে শিল্প তথা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার তেমন স্থান রাখেন নি।	11. এই তত্ত্বে শিল্প এবং খুচরো ও পাইকারী ব্যবসার উল্লেখ রয়েছে।
12. শহরটি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে বৃত্তাকার বলয়াকারে আশপাশের গ্রামগুলোকে সংঘবদ্ধ করে যা শহরতলী এলাকা নামে পরিচিত এবং এভাবে শহরের বিস্তার ঘটে।	12. এই তত্ত্বে নগরগুলো প্রসরণের মাধ্যমে অনেক গ্রাম ও ছোট ছোট শহরকে গ্রাস করে এবং এই সব নগরের প্রত্যেকটি পৌরপিণ্ডকরণের মাধ্যমে কাজ করে।
13. বার্জেস শিল্প ও রেলপথ কর্তৃক জমি ব্যবহারকে গুরুত্ব দেননি।	13. এক্ষেত্রে এ ধরণের জমি ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।
14. Bergess এর মতবাদ কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের পশ্চিমী ধাঁচের নগরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	14. এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক ঔপনিবেশিক নগরে এই মডেল প্রযোজ্য।

Similarities (সাদৃশ্য)

বার্জেস এবং হ্যারিস ও উলম্যান উল্লেখিত দুই মতবাদের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, হ্যারিস ও উলম্যান বার্জেসের এককেন্দ্রিক তত্ত্বকে খণ্ডন করে নি। হ্যারিসের আলোচিত পৌর এলাকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র কেন্দ্র সমূহ এবং বার্জেস আলোচিত নগরের প্রধান কেন্দ্র থেকে সম্ভবত একই শক্তি পৌর এলাকার সম্প্রসারণের ব্যাপারে ক্রিয়াশীল।

উভয় তত্ত্বের সাদৃশ্যসমূহ ঃ—

i) উভয় তত্ত্বই কোন শহরের গঠন এবং তার ভূমির ব্যবহারের পর্যালোচনা করে।

ii) উভয় তত্ত্বেই কেন্দ্র গড়ে উঠতে দেখা যায়।

iii) দু'ক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলো তাদের সংশ্লিষ্ট শহরের বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ করে।

iv) উভয় তত্ত্বেই শহরের কেন্দ্রে C.B.D. এলাকা লক্ষণীয়।

v) উভয় ক্ষেত্রেই ভারী শিল্পাঞ্চল, বসতি এলাকা, বর্হিদেশীয় ব্যবসাঞ্চল, দৈনিক যাত্রী বলয় গড়ে উঠতে দেখা যায়।

vi) উভয় ক্ষেত্রেই শহরের বৃদ্ধি আশপাশের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরগুলোকে গ্রাস করে।

vii) যদিও এখানে দুটি তত্ত্বেই পৃথক পৃথক কেন্দ্র গড়ে ওঠে, কিন্তু এরা যৌথভাবে গোটা শহরের বিকাশে সাহায্য করে থাকে।

Scanned by CamScanner